FEB. 1 2 2002

মুসলিম ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ-শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম-বাহন

সুব্রত কুমার পাল

প্রোফাইল

ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে অবস্থিত একটি জেলা ময়মনসিংহ। পূর্বে ময়মনসিংহ জেলাটি ছিল আয়তনে অনেক বড়। বর্তমানে এর আয়তন কমে গেছে। শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল অঞ্চল ছিল আগে ময়মনসিংহ জেলারই অংশ বিশেষ। বর্তমানে এগুলো আলাদা জেলা রূপে অবস্থান করছে। ময়মনসিংহ এখন একটি জেলা। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিলেন, ময়মনসিংহকে শিক্ষার নগরী হিসেবে। ময়মনসিংহের সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গণে বিশেষ গুরুত্ববহন করছে ময়মনসিংহের মুসলিম ইনস্টিটিউট।

১৯৩১ সালের মে মাসে কিছু সংখ্যক মুসলমান সরকারি কর্মচারী এবং স্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী ব্যক্তির উদ্যোগে শ্যামাচরণ রায় রোডে গড়ে ওঠে ময়মনসিংহের মুসলিম ইনস্টিটিউট।

শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তোলাই ছিল মুসলিম ইনস্টিটিউটের প্রধান লক্ষ্য। ২০০১-এর মে মাসে পূর্ণ হয়েছে এর ৭০ বছর। মুসলিম ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারিক ওয়াফিজ উদ্দিনের কাছ থেকে জানা যায়, আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার কাছ থেকে ক্রয় করা একটি টিনের ঘরে ইনস্টিটিউটের কার্যসম্পাদন হয়। পরে সেখানে একতলা মূল ভবন নির্মাণ করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন শুরুতে অর্থ সংগ্রহ করেন ময়মনসিংহের তৎকালীন পুলিশ সুপার (অতি.) জাকির হোসেন, খান বাহাদুর শরফউদ্দিন আহমেদ, খানসাহেব নূরুল আমীন, গিয়াসউদ্দিন পাঠান, ফখরুদ্দীন আহমদ, মোয়াজ্জেম হোসেন খান। ময়মনসিংহের কৃতী সন্তান তৎকালীন অর্থমন্ত্রী (১৯৩৭-৪১) নলিনীরঞ্জন সরকার ইন্সটিটিউটের জন্য দুইশ' পঞ্চাশ টাকা দান করেছিলেন। অন্যান্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান থেকেও পাওয়া গেছে চাঁদা।

বর্তমানে মুসলিম ইনস্টিটিউট-এর রয়েছে একটি ব্যায়ামাগার, একটি হলরুম ও একটি গ্রন্থাগার। বলা যায়, মুসলিম ইনস্টিটিউটের ব্যায়ামাগারটি ময়মনসিংহে প্রাচীণতম। যা ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু সংখ্যক তরুণ, কিশোর এখানে নিয়মিত শরীর চর্চা করে। ব্যায়ামাগারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩শ' বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারটিতে পুস্তক সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার এবং এতে রয়েছে বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিক। জাতীয় দৈনিকগুলোর মধ্যে একমাত্র দৈনিক আজকের কাগজ ও দৈনিক ইত্তেফাকই সৌজন্য হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে বলে জানা যায়। এছাড়া ভোরের কাগজ, সংবাদ, জনকণ্ঠ পত্রিকা পাঠক কিনে দেয়। পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ময়মনসিংহ শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও পেশাজীবী পাঠকও আসছেন নিয়মিত পাঠ কক্ষে।

২৪ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে ময়মনসিংহ মুসলিম ইনস্টিটিউট। এতে রয়েছে বিভিন্ন উপ-কমিটি। একজন গ্রন্থাগারিক , একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম টাইপিস্ট, একজন পিওন ও একজন নৈশ প্রহরী ইনস্টিটিউটে কর্মরত আছেন। এ ইনস্টিটিউটের আর্থিক আয়ের উৎস সম্পর্কে জানতে চাইলে মো. ওয়াফিজ উদ্দিন জানান, সদস্য চাঁদা ইনস্টিটিউটের মার্কেট থেকে দোকান ভাড়া, ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত মুনাফা এবং দান-অনুদানই প্রধান। এভাবেই চলছে মুসলিম ইনস্টিটিউটের দৈনন্দিন কার্যক্রম। মুসলিম ইনস্টিটিউট জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবস, শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ঈদ-এ মিলাদুন্নবী, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পালন করে আসছে।

এদিকে মুসলিম ইনস্টিটিউটের রয়েছে নানান সমস্যা। পাঠকের তুলনায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুস্তক, পাঠকক্ষে বই পুস্তক, পত্রিকা পড়তে হয়। বিভিন্ন পাঠক জানান, পাঠকক্ষের সম্প্রসারণ অতি জরুরি। ব্যায়ামাগারের অবস্থাও নাজুক। ব্যায়ামাগারটির সংস্কার ও সিলিং দেয়া প্রয়োজন; কিন্তু অর্থাভাবে তা হয়ে উঠছে না বলে জানা যায়। অনেকে মনে করেন, বিভিন্ন পেশাজীবী মহল যদি এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমে এগিয়ে আসেন, তবে এ মুসলিম ইনস্টিটিউট ধরে রাখতে পারবে তার ঐতিহ্য ও গৌরব; সেই সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানটি হতে পারে শিক্ষা ও সংস্কৃতি গবেষণার এক অন্যতম বাহন।